শয়তানের জবানবন্দি (পর্ব -১)

--আরজ আলী মাতুব্বর

[আরজ আলী মাতুব্বর (জন্ম - ৩ পৌষ ১৩০৭ এবং মৃত্যু- ১ চৈত্র ১৩৯২) বাঙলাদেশের একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি একজন মৌলিক চিন্তাবিদ, দার্শনিক, যুক্তিবাদী, তিনি বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সত্যের পূঁজারী। তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও, তিনি আমাদের কুসংস্কারচ্ছন্ন উপাসনাধর্মের নামে প্রচলিত 'সত্য' সম্পর্কে সত্যসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর মূল জিজ্ঞাসা হয়ে দাড়ায় উপাসনাধর্মের নামে 'কুসংস্কার সত্য', না 'বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান সত্য'? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরজ আলী বিপুলভাবে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। আর এই অধিত জ্ঞান তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে। যে গ্রন্থগুলি মুক্তবুদ্ধিরচর্চাকারী, যুক্তিপ্রবণ পাঠকের অবশ্যই পাঠ্য, সত্যসন্ধানীদের প্রেরণা। গ্রন্থগুলির মাধ্যেম তিনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এক কাঠকোট্টা বাস্তবের মুখোমুখি; ভ্রান্ত জ্ঞান আর কুসংস্কারে ভরপুর উপাসনাধর্মগুলিকে তিনি বিশ্লেষন করেছেন নির্মোহভাবে, যুক্তিবাদী মানসিকতায়। ছুঁড়ে দিয়েছেন প্রশ্ন আমাদের দিকে, আর কতকাল চলবে উপাসনাধর্ম নামের বিষফোঁড়াকে নিয়ে আমাদের ভন্ডামি?? এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও উত্তরটা বড়ই কঠিন। তবু আশায় বাধি বুক, অন্ধদের আস্ফালন প্রতিরোধ করতে, আঁধারের দুবৃত্তদের পরাস্ত করতে আরজ আলীর দর্শন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে; কাজ করবে বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তায় সাবলীল হতে। সত্যের অনুসন্ধানে অনুবর্তী হতে আমাদেরকে সমর্পিত হতে হবে আরজ আলীর কাছে। এ দূঃসময়ে আমাদের আরজের প্রয়োজন বড় বেশী। তাই আরজ আলীর মাতুব্বরের চর্চা হওয়া প্রয়োজন মাত্রাতিরিক্ত মাত্রায়। ধন্যবাদ।

বোশেখ মাস, আকাশ পরিস্কার, বায়ু স্তব্ধ। রাতটি ছিল অতি গরমের। বৈঠকঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি; ঘুম আসে না গরমে। মনে হয় যেন জাহাজে বয়লারের কাছে শুয়েছি অন্যত্র জায়গা না পেয়ে। মনটা ছোটাছোটি করছে তাপের লেজ ধরে কল্পনাজগতের নানা পথে। ভাবছি তাপ দুপ্রকার- কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। কৃত্রিম তাপ কমানো যায়, বাড়ানো যায়, নতুবা

তাপের উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক তাপের বেলায় সবসময় তা পারা যায় না। আজকের এ তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য। যার স্থানীয় তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি (সে.) এবং দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। শোনা যায় যে, দোজখের আগুনের তাপ নাকি সে আগুনের চেয়ে ৭০ গুন বেশী। অর্থাৎ ৪,২০,০০০ ডিগ্রি (সে.) এবং তা হবে মানুষের কাছে দূরত্বহীন। কেননা সে আগুনের ভিতরেই নাকি থাকতে হবে তাবৎ বিধর্মী বা অধার্মিক মানুষকে। তাও আবার দশ-বিশ বছর নয়, অনন্তকাল। মানুষের এহেন কষ্টভোগের কারণ নাকি একমাত্র শয়তান। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই শয়তানের উপর অত্যন্ত ক্ষেপা।

শয়তান নাকি পূর্বে ছিলো 'মকরম' নামে একজন প্রথম শ্রেনীর ফেরেস্তা এবং অত্যন্ত মুছল্লি। সে নাকি এতই খোদাভক্ত ছিলো যে, জগতে এতটুকু স্থান বাকি নেই, যেখানে তার সেজদা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহতা'লার হুকুম মোতাবেক নাকি বাবা আদমকে সেজদা না করায় তার ফেরেস্তার পদ ও মর্যাদা নষ্ট হয়। তাই সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাবা আদম ও তার বংশাবলীকে দাগা অর্থাৎ অসৎকাজে প্ররোচনা দিয়ে নাকি দোজখী বানাচ্ছে। সামান্য পদমর্যাদা হানির বিনিময়ে গোটা আদমজাতির অগণিত মানুষের দোজখবাসের কারণ হয়ে থাকলে শয়তান তো মানুষের সাধারণ শত্রু নয়- মহাশত্রু, পরমশত্রু, মহাপরমশত্রুই বটে। শয়তানের স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শেষরাত্রে গরমটা কিছু কমে যাওয়ায় আরাম বোধ করতে লাগলাম এবং মনের ভাবনাগুলোও স্তিমিত হলো। এসময় শুনতে পেলাম, কে যেন কোমল কণ্ঠে মৃদুস্বরে আমাকে দরজা থেকে ডাকছে।

আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম আগন্তুক আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক সৌম্য মূর্তি। পরনে সাদা পাজামা, গায়ে সাদা জুব্বা, মাথায় (লেজওয়ালা) সাদা পাগড়ী এবং বুক ভরা সাদা দাড়ি, সুঠাম সুডৌল তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দ ও বুদ্ধির জ্যোতি। জীবনে এমন মানুষ কখনো দেখিনি, কোনরূপ আবেগ উৎকণ্ঠা নেই, 'নতুন স্থান' বলে নেই কোন কিছু নিরীক্ষণের প্রয়াস। এখানের পথঘাট, গাছপালা ও ঘরবাড়ি যেনো তাঁর সবই চেনা। ভাবলাম, লোকটা আলেম তো হবেনই, মুছুল্লিও বটেন। কিছু দূর থাকতে তিনি আমাকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালেন, কাছে গেলে করমর্দন করলেন। আমি আমার বৈঠকঘরে প্রবেশ করে একখানা চেয়ার দেখিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে বললাম- বসুন জনাব।

আগন্তুকটির পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে আমি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি তা যেন বুঝে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, ''আমার পরিচয় জানতে

চান? আমার পরিচয় আপনি ভালো করেই জানেন। আর আপনি একা নন, আমার পরিচয় সকল মানুষ মাত্রই জানে এবং ভালোভাবেই জানে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে দেখেনি, দেখেননি আপনিও। পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবখানে আমার অবাধ গতি। আমি সকল মানুষের সাথেই মেলামেশা করতে চাই, চাই ভালোবাসা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার সাথে মেলামেশা করতে চায় না। আমার মাতাপিতা নেই; ছিলোও না কোনোদিন। আমি আল্লাহতা'লার নূরে তৈরী, কুদরতে সৃষ্টি, জন্মসূত্রে আমার নাম 'মকরম ফেরেস্তা', পরে **'ইবলিশ'** এবং হাল নাম **'শয়তান'**।''

আগন্তুকের নামটি শুনে আমি ভড়কে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, তার সাথে আমি কি কথা বলবো এবং কিভাবে বলবো। কোনো বিষয়ে ভাবতে সাহস হচ্ছে না। কেননা তিনি যেন আমার মনের ভাবনাগুলোও দেখতে পাচ্ছেন। স্থির করলাম- কিছু ভাববো না, বলবো না কিছু, নীরব-নিশ্চিন্তে শুনে যাব শুধু, যা বলার তিনিই বলুন। এখন সমস্যা হলো যে আগন্তুককে সম্মান প্রদর্শন করবো কি করবো না। তবে বেশ-ভূষায় তো সম্মানের পাত্রই বটেন।

আমার মৌনভাব দেখে আগন্তুক যেনো আমার মনের কথা সমস্তই বুঝতে

পারলেন এবং অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, ‘‘যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুরব্বি বলা হয় এবং সভ্যাসভ্য তাবৎ মানুষ জাতির মধ্যেই ‘মুরব্বি ব্যক্তি সম্মানের পাত্র’। মানুষের মধ্যে কারো কোনো মুরব্বি ব্যক্তির বয়সের জ্যেষ্ঠতা সচরাচর দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ-ষাট বছর, কদাচিৎ একশ’। কিন্তু আপানাদের আদি পিতা আদম যখন সৃষ্ট হন, আমি তখন বেশ সেয়ানা এবং আজো বেঁচে আছি। সুতরাং বয়সের হিসাবে শুধু আপনারই নয়, আমি সমস্ত মানুষ জাতির মুরব্বি।

‘‘আল্লাহ সর্বাগ্রে ফেরেস্তা বানিয়েছেন, পরে জ্বীন বানিয়েছেন এবং সর্বশেষে বানিয়েছেন আদমকে। ইসায়ীরা সৃষ্টিকর্তাকে ‘পিতা’ বলেই সম্বোধন করে থাকে। কাজেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে আদমকে আমার ভাইও বলতে পারি, তবে বয়সে কনিষ্ঠ। আপনাদের সমাজে বা মানব সমাজে কারো কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম (সেজদা) করবার রীতি আছে কি? হয়তো নেই? তা হলে আদমকে সেজদা না করে আমি নীতিবহির্ভূত কাজ করিনি, করেছি আল্লাহতা’লার আদেশ লঙ্ঘন। কিন্তু আদেশ যিনি করেছেন, তা লঙ্ঘন করার শক্তিও তিনিই দান করেছেন। জগতে কারো এমন কোনো শক্তি নেই, যার সে শক্তি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে পরাস্ত করে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করতে পারে। আল্লাহ জানতেন যে, আমি তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা করবো না, আদম তাঁর নিষেধ মেনে গন্ধম খাওয়া ত্যাগ করবে না এবং আদমের আওলাদরা তাঁর আদেশ-নিষেধ কেউ মানবে, কেউ মানবে না। তিনি না জানলে তিনি আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে, বিশেষত আমাকে শয়তান বানাবার পূর্বে বেহেস্ত-দোজখ নির্মাণ করলেন কি করে, কি জন্য?

‘‘আমি লাখো লাখো বছর আল্লাহকে সেজদা করে এসেছি, এখনো করি। আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করবো না, এ কথা তিনি জানেন এবং তিনি নিজেও বলেছেন, ‘আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে সেজদা করো না’। আল্লাহর আসনে অন্য কাউকে বসালে তাতে তাঁর গৌরব বাড়ে কি-না, তা তিনিই বোঝেন। তথাপি তিনি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাদের হুকুম করার কারণ - এটা তাঁর লীলা অর্থাৎ অন্তরের বাণী নয়।

‘‘আল্লাহ সাতটি দোজখ বানিয়েছেন, সবগুলোতে মানুষ থাকার জন্য। তিনি কি চান যে, আমি আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, আর তাঁর দোজখগুলো খালি থাক? তা তিনি চান না, চাইতে পারেন না। চাইলে তাঁর দোজখ বানাবার সার্থকতা ক্ষুন্ন হয়। আল্লাহর ইচ্ছা যে, কিছু সংখ্যক মানুষ দোজজখবাসী হোক। আর আমাকে বলেছনে তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে করা

ফরজ, না করা হারাম।

‘‘আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউই পারে না। বহু চেষ্টা করেও কোনো নবী-আম্বিয়া, দরবেশকে আমি দোজখবাসী করতে পারিনি। কেননা তাঁরা দোজখবাসী হোন, তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহিম নমরুদকে, হযরত মুসা ফেরাউনকে এবং শেষ নবী (দ.) আবু জেহেলকে হেদায়েত করে বেহেস্তর তালিকায় নাম লেখাতে পারেন নি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।

‘‘আপনারা মনে করেন যে, আল্লাহর যতো সব রহমত মানুষের উপরই বর্ষিত হয়। বস্তুত তা নয়। আল্লাহর রহমত আমার উপর অনেক বেশী মানুষের তুলনায়। আদমকে সৃষ্টি করার কতো লাখ বছর আগে পূর্বে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই জানেন। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে মাত্র ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বছর। তদুপরি শিশুমৃত্যু-অপমৃত্যু যথেষ্ট। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কোনোরূপ রোগ, শোক বা অভাব ভোগ করিনি, আল্লাহর রহমতে। কিন্তু মানুষ অসংখ্য রোগ, শোক ও অভাবে জর্জরিত। ফেরেস্তারা আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন আবহমান কাল থেকে। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি নিরাপদেই থাকি। কিন্তু তাতে (বজ্রপাতে) ধ্বংস হয় সবকিছু, মরে মানুষ। পবিত্র মক্কায় গিয়ে হাজী সাহেবেরা আবহমানকাল থেকে আমায় লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়েন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তা আজ পর্যন্ত আমার গায়ে পড়েনি একটিও। অথচ সমুদ্রে জাহাজ ডুবে অসংখ্য হজযাত্রী মারা যান, আল্লাহর রহমতে।

‘‘আল্লাহর রহমতে আমি নিমিষে বিশ্বভ্রমণ করতে পারি, পারি অদৃশ্যকে দেখতে, শ্রবণাতীতকে শুনতে, নিজে অদৃশ্য থেকে অন্যের মনের খবর জানতে। দু’দিন অনিদ্রা-অনাহারে থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে-নেতিয়ে পড়ে। আর আমি লাখ লাখ বছর ধরে অনিদ্রা-অনাহারেও সুস্থ-সবল আছি, সে তো আল্লাহর রহমতেই। বলা যাবে যে, মানুষ তো ওর অনেক কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছে। অণুবীক্ষন, দূরবীক্ষন, রেডিও, টেলিভিশন, রকেট ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মানুষ এখন অদৃশ্যকে দেখছে, শ্রবণাতীতকে শুনছে, আকশ-পাতালে ভ্রমণ করছে, অনাহারে বেঁচে থাকার গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং কেউ তো অন্যের মনের ভাব জেনে নিচ্ছে টেলিপ্যাথির সাহায্যে। এসব মানুষ আয়ত্ত করেছে সত্য, হয়তো আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করবে। কিন্তু সে যাঁরা করেছেন ও করবেন, তাঁরা তো আমারই শিষ্য।

‘‘কোনো মানুষের অকল্যাণ আমার কাম্য নয় এবং তা করিও না। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কতগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে, যা মানুষের অকল্যাণই করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। তাই মানুষের কল্যাণ কামনায় সে সব বিধি-নিষেধ অমান্য করার জন্য আমি মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছি। কেননা সেসব বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার জন্য মানুষকে প্রেরণা দেওয়াই আমার কাজ। আর তারই ফল আধুনিক জগতে মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্রমোন্নতি। তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে আকাশতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য যাবতীয় তত্ত্বালোচনাই নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে স্বর্গ ও নরক-তত্ত্ব, বিশেষভাবে।

‘‘মানুষ আজ সমুদ্রতলে বিচরণ করে, আকাশে পাড়ি জমায়, পরমানুগর্ভে প্রবেশ করে এবং কতো অসাধ্য সাধন, কিন্তু এর কোনোটাই ধর্ম বা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে শিক্ষা দেয়নি, বরং নিষেধ করেছে বারে বারে। আমার কর্তব্য বিধায় ওসব আমিই শিক্ষার প্রেরণা দিয়েছি ও দিচ্ছি মানুষকে, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু তাতে শুধু অধার্মিকরাই লাভবান হয়নি, ধার্মিকরাও ভোগ করেছেন তার সুযোগ-সুবিধাগুলো পুণ্যার্জনের জন্য। জল, স্থল ও হাওয়াই যানের সাহায্য ছাড়া শুধু পদব্রজে পবিত্র হজ্জব্রত পালনে হাজীদের সংখ্যা কতোজন হতো, তা হিসেব করে দেখেছেন কি? বর্তমানে ওয়াজে, আজানে, পবিত্র কোরান তেলাওয়াতে, জানাজার নামাজেও মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুণ্যের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়ছে। সুতরাং শুধু পাপকর্মের দ্বারা দোজখে যাবার জন্যই নয়, পুণ্যকর্মের দ্বারা বেহেস্ত যাবার জন্যও আমি মানুষকে সহায়তা করছি না কি? এছাড়া আমি হামেশা আল্লাহকে স্মরণ করি, তাঁর হুকুম পালন করি, তাঁর এবাদত করি, কিন্তু দোজখ থেকে পরিত্রান বা বেহেস্ত লাভের প্রত্যাশায় তা করি না। কেননা দোজখের শাস্তি ও বেহেস্তের সুখ আমার কাছে অকেজো। যেহেতু নূরের তৈয়ারী দেহ আমার আগুনে জ্বলবে না এবং আহার-বিহার, নিদ্রা ইত্যাদি না থাকায় (বেহেস্তের) সুখাদ্য ফল, সুপেয় পানীয়, স্বর্ণপুরী, সুন্দরী ললনা (হুর-গেলমান) ইত্যাদি আমার কোনো কাজেই আসবে না। পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবমাত্রেই আল্লাহর এবাদত করে থাকে। কিন্তু তারাও দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে তা করে না। অথচ মানুষ তা-ই করে থাকে। ***ধর্মের নিশানধারীদের মধ্যে হাজারে বা লাখে এমন একজন মানুষ মিলবে কি-না সন্দেহ, যিনি নিছক আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই পূণ্যকাজ করেন, যার সাথে বেহেস্ত-দোজখের সম্পর্ক নেই।*** যারা দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে পূণ্যকাজ করে, তারা আমার চেয়ে অধম, পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।

''এ যুগের মানুষ আপনি, হয়তো কম্পাস দেখেছেন। ওর কাঁটার একটা প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর উত্তরে সুমেরুর দিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণে কুমেরুর দিকে স্থির হয়ে থাকে। কেউ ওর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। নাড়াচাড়া বা জোরজুলুম করে সাময়িকভাবে ওর কিছু ব্যত্যয় ঘটালেও, ছাড়া পেলে কাঁটা স্থির হয় গিয়ে সাবেক বিন্দুতে। কোনো কম্পাসের কাঁটাদ্বয়ের কোন্ প্রান্ত 'সুমেরু' ও কোন্ প্রান্ত 'কুমেরু' মুখী থাকবে, তা নির্ধারিত হয় তার সৃষ্টিকর্তার (নির্মাতার) দ্বারা তখনই, যখনই তিনি কাঁটাটিকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ যখন কাঁটাটিকে ধন (পজেটিভ) ও ঋণ (নেগেটিভ) ধর্মী দুটি আলাদা জাতের বিদ্যুতের দ্বারা চুম্বকায়িত করেন। কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই কম্পাসের কাঁটার দিকপাতনে ব্যত্যয় ঘটাবার, একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা (নির্মাতা) ছাড়া। অনুরূপভাবে মানুষের মানসরাজ্যেরও 'সু' ও 'কু' দুটি মেরু আছে। তবে তাকে 'মেরু' বলা হয় না, বলা হয় 'প্রবৃত্তি'। অর্থাৎ 'সুপ্রবৃত্তি' এবং 'কুপ্রবৃত্তি'। সুপ্রবৃত্তি থাকে বেহেস্তমুখী এবং কুপ্রবৃত্তি থাকে দোজখমুখী হয়ে। মানবমনের এরূপ বৃত্তিবিভাগ করেছেন আল্লাহতা'লা মানবসৃষ্টির বহুপূর্বে। যে সময়টিতে আল্লাহ এ বিভাগ দু'টি নির্ধারণ করেছেন, সে সময়টিকে বলা হয় 'রোজে আজল' বা 'নিয়তি'।

''রোজে আজল-এ নির্ধারিত ফলাফলের বিরুদ্ধে দাগা দিয়ে কোনো মানুষকে আমি দোজখবাসী বানাতে পারি না এবং কোনো ধর্মপ্রচারকও হেদায়েত করে কোনো মানুষকে বেহেস্তবাসী করতে পারেন না। তবে সাময়িক মনের পরিবর্তন ঘটানো যায় মাত্র। কোনো কম্পাসের কাঁটাকে নেড়েচেড়ে বা জোর করে মেরুভ্রষ্ট করা হলে, ছুট পেলে পুনঃ যেমন সাবেক মেরুতে চলে যায়, মানুষের মানসকাঁটাও তদ্রুপই। সুমেরুমুখী কোনো মানুষকে দাগা দিয়ে তার দ্বারা আমি অসৎকাজ করাতে পারি, এমন কি তাকে 'কাফের' নামে আখ্যায়িত করাতেও পারি। কিন্তু পারি না তার জীবনসন্ধ্যায় তওবা পড়ে 'মোমেন' হয়ে বেহেস্ত যাওয়া রোধ করতে। অনুরূপভাবেই কুমেরুমুখী কোনো মানুষকে হেদায়েত-নছিহত করে তার দ্বারা কোনো ধর্মপ্রচারক সৎকাজ করাতে পারেন এবং আখ্যায়িত করতে পারে 'মোমেন' নামে। কিন্তু পারে না তার অন্তিম মুহূর্তে 'বেঈমান' হয়ে দোজখে যাওয়া রোধ করতে। এভাবে অনেক 'সমাজী কাফের' বেহেস্তে যাবে। যাবে 'সমাজী মোমেন' দোজখে।

''আল্লাহ যাঁকে দোজখবাসী করতে চান না, আমি তাকে শতচেষ্টা করেও তাঁকে দোজখী বানাতে পারি না। লক্ষ্যাধিক নবী-আম্বিয়াদের প্রত্যেককেই আমি দাগা দিতে চেষ্টা করেছি এবং কিছু কিছু সফলও হয়েছি। কিন্তু আমি কাউকে দোজখী বানাতে পারিনি।

‘‘আমার দাগায় পড়ে তারা সামান্য গুনাহ যা করেছেন, আল্লাহ তার শাস্তি প্রদান করেছেন এ দুনিয়াতেই, পরকালে তাঁরা সবাই থেকেছেন নিস্পাপ। যেমন- হযরত আদমের বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় নির্বাসন, হযরত ইউসুফের মৎসগর্ভে বাস, হযরত আইয়ুবের বিমার, শেষ নবী (দ.)- এর খান্দান শহিদ ইত্যাদি উক্তরূপে পাপেরই শাস্তি।

‘‘আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহতা’লার মাত্র একটি হুকুমই অমান্য করেছি। তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা না করে। আর অন্য ক’জনও তো তাঁর হুকুম অমান্য করেছে প্রায় একই সময়, একই জায়গায় থেকে। কিন্তু সেজন্য তিনি রাগ করেননি বা কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। জেবরাইল, মেকাইল ও এস্রাফিল ফেরেস্তাত্রয়কে আল্লাহ হুকুম করেছিলেন পৃথিবী থেকে মাটি নেবার জন্য, আদমকে বানাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একে একে তিন ফেরেস্তাই আল্লাহর হুকুম খেলাপ করে ফিরে গেলেন তাঁর কাছে খালি হাতে, মাটির অসম্মতির জন্য। অবশেষে আজরাইল ফেরেস্তা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জোরপূর্বক কিছু মাটি নেওয়ায় তদ্বারা আদমকে বানানো হলো। কিন্তু চারবার আদেশ অমান্য সত্ত্বেও আল্লাহ মাটিকে (দোজখের) আগুনে পোড়ালেন না, বরং পানি দিয়ে কাদা বানিয়ে মহানন্দে আদমের মুর্তি বানালেন ও তাতে প্রাণদান করলেন। আর তিন ফেরেস্তা যে তাঁর হুকুম অমান্য করলেন তুচ্ছ মাটির কথা মেনে, তা যেনো তাঁর খেয়ালই হলো না। পক্ষান্তরে তাঁর হুকুম অমান্যের দায়ে আমাকে নাকি দিলেন অভিশাপ, আমার গ’লায় দিলেন লা’নতের তাওক এবং নির্বাসিত করলেন বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় চিরকালের জন্য। এসব কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বা ন্যায়বিরোধী কাজ নয়? না, এতে তিনি এতটুকু পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় করেন নি। বরং অন্যায় করেছে মানুষ, তাঁর ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে।

~~~~চলবে~~~

অনুলিখনে :- অনন্ত

তারিখ :- ০২-০১-০৬

ইমেইল :- ananta_atheist@yahoo.com

[আলোচ্য গল্পটি ‘**আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-১; সম্পাদনা- আইয়ুব হোসেন; প্রকাশক : পাঠক সমাবেশ, ঢাকা-১০০০।**’ থেকে সম্পাদক আইয়ুব হোসেনের ব্যক্তিগত অনুমতি নিয়ে অনুলিখিত।
~~~~